তারিখ ... 24/1/80 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

দৈনিক বাংলা

বিপ্লবে রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণ সহযোগিতা চাই : জিয়া

সরাইল (কুমিল্লা), ২৭শে জানুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ আবার দৃঢ়তর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সরকারের সূচিত বিপ্লবকে সফল করার জন্যে পূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বিপ্লবের প্রথম পর্যায়—খাল খনন কর্মসূচি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী মাস থেকে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে, দুটোই জনগণের কর্মসূচী। তিনি বলেন, এ বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা।

প্রেসিডেন্ট আজ দুপুরে সদ্য-সমাপ্ত প্রকল্প বেয়ালিয়া-নাইজুরি খালের পাড়ে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, বর্তমান বিপ্লব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিপ্লবী কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। গত নির্বাচনে জনগণ যথারীতি এ কর্মসূচী অনুমোদন করেন।

খাল খনন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিপ্লব সফল না করলে দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হবে না এবং দেশ বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল থেকে যাবে, যেটা কাম্য নয়। স্বেচ্ছাশ্রমে সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ বোয়ালিয়া-নাইজুর খাল পুনঃখননের কঠিন কাজ হাতে নেয়ার জন্যে এলাকার জনগণের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বোয়ালিয়া-নাইজুর খালটি গড়পড়তা ৩১ ফুট চওড়া এবং সাড়ে ১১ ফুট গভীর। এ খালের মোট ৬৯ লাখ ২৯ হাজার ঘনফুট মাটি কাটতে হবে। খাল কাটা শেষ হলে এ থেকে সরাসরি ২৩ হাজার লোক উপকৃত হবে। এ থেকে বছরের সারা সময় ধরেই পানি সেচের ব্যবস্থা হবে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট খালের নাইজুর অংশের উদ্বোধন করেন এবং বোয়ালিয়া অংশে পৌঁছাতে দু'মাইলের ওপর হাঁটেন। তথ্য ও বেতারমন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ খান এবং বিএনপি'র সংসদীয় দলের হুইপ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রোববার কুমিল্লার বোয়ালিয়া-নাইজুর খাল খনন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন

তারিখ 24/1/80
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

দৈনিক বাংলা

সহযোগিতা চাই

১ম পৃঃ পর

জনাব হারুনুর রশীদ এ সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন।

পরে, প্রেসিডেন্ট কুমিল্লা যাবার পথে কয়েকটি খাল পুনর্খনন প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং পথিপার্শ্বে কয়েকটি সভায় ভাষণ দেন। অভ্যর্থনা জানাতে আগত লোকজনের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দেয়া অপর এক খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ জনগণের কল্যাণে দেশের গ্যাস সম্পদের মওজুদ পুরোপুরি আহরণ ও যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করার জন্যে বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ানদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট আজ সকালে মানিকগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান। সেখানে তিনি তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন এবং পরে বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।

গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ানদের প্রতি তিনি দেশের চাহিদা পূরণে আরও বেশী গ্যাস উৎপাদন ক্ষেত্র সন্ধানের জন্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

দেশের গ্যাস মওজুদের পরিমাণে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, যথাযথভাবে তা আহরণের জন্যে বলিষ্ঠ ও সঠিক প্রস্তাব নিয়ে আমাদের নিজস্ব বিজ্ঞানী ও টেকনিসিয়ানদের এগিয়ে আসা উচিত। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের অবশ্যই যথাযথভাবে জাতীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট গ্যাস ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাঁর কাছে সেখানকার কাজ ব্যাখ্যা করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে তিতাস গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৮ সালে এর উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে এ গ্যাসের চারটি উৎপাদন কূপ রয়েছে। বর্তমানে দেশের মওজুদ গ্যাসের আনুমানিক পরিমাণ হচ্ছে দুই দশমিক ২৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র পরিদর্শন কালে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী স্কোঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রী জনাব হাবিবুল্লাহ খান।

এর আগে, মানিকগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে এলাকার জনসাধারণ বিপুল সংবর্ধনা জানান।